সমকাল

তারিখ 12 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

চুরির অপবাদে মাদ্রাসা ছাত্রীর মুখে গামছা বেঁধে নির্যাতন

■ গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি

মাত্র একশ' টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে বরিশালের গৌরনদীতে কওমি মাদ্রাসার এক ছাত্রীর মুখে গামছা বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলা সদরের খাদিজাতুল কোবরা (রা.) মহিলা কওমি মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী কামরুন নাহার সুমাইয়াকে গতকাল শুক্রবার সকালে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। সুমাইয়া উপজেলার পশ্চিম শাওড়া গ্রামের সৌদি প্রবাসী কামাল হোসেন বেপারীর একমাত্র মেয়ে।

নির্যাতিত সুমাইয়া ■ সমকাল

শিশুটির মা রেনু বেগম অভিযোগ করেন, গতকাল সকালে মাদ্রাসার এক ছাত্রী গোপনে তাকে ফোন করে জানায়, তিন নারী শিক্ষক বৃহস্পতিবার রাতে সুমাইয়ার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছেন। খবর পেয়ে সকাল ১০টার দিকে তিনি মাদ্রাসার আবাসিক হল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেয়েকে উদ্ধার করেন। এ সময় মাদ্রাসার সুপার তাকে জানান, অন্য এক ছাত্রীর একশ' টাকা চুরির ঘটনায় সুমাইয়াকে শাসন করা হয়েছে। তবে কোন ছাত্রীর টাকা চুরি হয়েছে তা তিনি বলতে পারেননি। রেনু বেগম আরও অভিযোগ করেন, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে একশ' টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে মাদ্রাসার সুপার (বড় খালামণি হিসেবে পরিচিত) ও মেজ খালামণি এবং বাংলা খালামণি মিলে সুমাইয়ার মুখে গামছা বেঁধে নির্যাতন চালান। বড় খালামণির নির্দেশে মুখে গামছা বাঁধার পর আবাসিক হলের মেজ খালামণি গুনে গুনে তার মেয়েকে ৬০টি ও বাংলা খালামণি ১০০টি বেত্রাঘাত করেছেন। এতে তার মেয়ে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার পরও তাকে রাতের খাবার দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি জানান।

এ ব্যাপারে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা জাহিদুল ইসলাম বলেন, টাকা চুরির ঘটনায় সুমাইয়াকে মাদ্রাসার খালামণিরা (শিক্ষক) শাসন করেছেন। নির্যাতনকারী তিন শিক্ষকের নাম জানতে চাইলে তিনি দম্ভ করে বলেন, মাদ্রাসার প্রধান সুপার (বড় খালামণি) আমার স্ত্রী, অন্য দু'জনও আমার নিজস্ব লোক, তাদের নাম বলা যাবে না। তিনি এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ না করার অনুরোধ জানান এবং স্থানীয় বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয় বলে পরিচয় দেন।

গৌরনদী মডেল থানার ওসি মনিরুল ইসলাম বলেন, ওই ঘটনায় কেউ থানায় অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।